সাদ্দাম হোসেনের বিচার সুষ্ঠু মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছেঃ ম্যাকক্লিল্যান

ওয়াশিংটন, ২০শে অক্টোবর -- হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব স্কট ম্যাকক্লিল্যান বলেছেন, ইরাকের বিশেষ ট্রাইব্যুনালে দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ও তার সহযোগীদের যে বিচার শুরু হয়েছে তা আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে ম্যাকক্লিল্যান বলেন, প্রাপ্য অধিকার, আইনী সহায়তা পাওয়ার অধিকার ও উচ্চ আদালতে আপিলের অধিকারসমূহ ঐ সকল মৌলিক মানদণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

তিনি বলেন, "এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, তারা ঐ সকল মৌলিক আন্তর্জাতিক মানদন্ডসমূহের দিকে এগুচ্ছে যা ন্যায় বিচারের জন্য প্রত্যাশা করা হয়।"

সাদ্দাম হোসেন তার শাসনকালে ইরাকী জনগণ ও মানবতার বিরুদ্ধে নৃশংসতা চালানোর জন্য 'ইরাকী বিচারের সম্মুখীন' হয়েছেন - এ কথা উল্লেখ করে ম্যাকক্লিল্যান বলেন, এই বিচার "একটি গণতান্ত্রিক ইরাক প্রতিষ্ঠায় এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যার ভিত্তি আইনের শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত" এবং "এটি ইরাকে আইনের শাসন ফিরে আসারই এক সংকেত।"

তিনি আরো বলেন, বুশ প্রশাসন আশা করে যে, "এই বিচার ইরাকী জনগণের জন্য দেশটির অতীত অন্ধকার অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটাবে।" আগামী ২৮শে নভেম্বর পুনরায় বিচার শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

ম্যাকক্লিল্যান বলেন, "মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, যুদ্ধ অপরাধ, গণহত্যা এবং অন্যান্য অপরাধের বিরুদ্ধে বিচার করতে ইরাক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এই ট্রাইব্যুনালের বিচারক ও আইনজীবীগণ উভয়ই বৃটেন ও ইটালীসহ "ইরাক যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তাদানকারী বেশকিছু কোয়ালিশন দেশের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে আন্তর্জাতিক আইনে ব্যাপক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।"

তিনি বলেন, গত জানুয়ারী মাসে নির্বাচিত 'দি ট্রানজিশনাল ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী' ট্রাইব্যুনালের আইন পর্যালোচনা করেছে, এতে সংশোধনী এনেছে এবং এর বিচারকদের অনুমোদন দিয়েছে।

প্রেস সচিব বলেন, প্রথম মামলাটি বিগত শাসন আমলে ১৯৮২ সালে শিয়া গ্রাম দুজাইল এর কয়েক'শ লোককে নির্যাতন ও হত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ও অন্যান্য নেতাদের বিরুদ্ধে করা হয়েছে।

তিনি বলেন, "নির্যাতিত ও তাদের পরিবারদের মনে করার এখনই সময়। সাদ্দাম হোসেনের নিষ্ঠুর শাসনের অধীনে অনেক ইরাকী ব্যাপক ভোগান্তির শিকার হয়।"

==========

*(*ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্স-এর একটি প্রকাশনা।*)

জিআর/ ২০০৫

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website:* dhaka.usembassy.gov *(New) এ যোগাযোগ করুন।*